দৈনিক সংবাদ

9 2002

# ৩ দিনে নগরীতে আ'লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ১শ' নেতা-কর্মী গ্রেফতার

**হারুন উর রশীদ ঃ** নগরীতে গণহারে ৫৪ ধারায় আ'লীগ ও তার অঙ্গসংঠনের নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার অব্যাহত আছে। ৩দিনে গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১শ' জনে। তাদের সবাইকে ১ মাসের আটকাদেশ দিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, নাশকতা, সরকারবিরোধিতা, সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি অভিযোগ আনা হয়েছে। দু'একজন ছাড়া কারোর বিরুদ্ধেই সুনির্দিষ্ট কোন মামলা নেই। এ গ্রেফতার অভিযানের কারণে নেতা-কর্মীদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ছে। কেউই এখন আর নিজের এলাকায় অবস্থান করছে না।

গত মঙ্গলবার রাত থেকে ঢাকা মহানগরীর ২২টি থানার পুলিশ ও ডিবি আ'লীগের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার অভিযান শুরু করে। পুলিশ থানা ও ওয়ার্ডের নেতা-কর্মীদের তালিকা তৈরি করে তাদের গণহারে গ্রেফতার করছে। গত মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ মোট ১শ' জনকে গ্রেফতার করেছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার করেছে ৩৮ জনকে। এর আগে বুধবার রাতে ২০ জন এবং মঙ্গলবার রাতে ৪২ জনকে গ্রেফতার করে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে পল্লবী থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, ধানমণ্ডি ৫৪ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সভাপতি শাহীন, ছাত্রলীগ নেতা অনুপমসহ বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে ৩৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে ধানমণ্ডি এলাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার তদের সবাইকে আদালতে হাজির করা হলে জামিনের আবেদন নামঞ্জুর হয়। তাদের ১ মাসের আটকাদেশ দিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশ কমিশনার গ্রেফতারের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেছেন, রাজনৈতিক পরিচয়ে কাউকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। যারা অপরাধী তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। গত সরকারের আমলে তাদের বিরুদ্ধে কেউ মামলা করতে সাহস পায়নি। কিন্তু তাদের এ বক্তব্যের সত্যতা পুলিশের এজাহার ও আটকাদেশের আবেদনে পাওয়া যায়নি। পুলিশের এজাহারে ও আটকাদেশের আবেদনে তাদের রাজনৈতিক পরিচয়কে বড় করে হয়নি এমন কোন ঘটনার কথা এজাহারে বলা হয়নি। যেমন গত মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার হওয়া আবু তাহেরের ব্যাপারে বলা হয়েছে, সে ঢাকা মহানগর যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও বাড্ডা থানা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক, জাহাঙ্গীর হোসেন মহানগর যুবলীগের সদস্য, ইসমাইল হোসেন বাড্ডা থানা ছাত্রলীগের সদস্য।

**গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ** এ পর্যন্ত যে ১শ' জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের সবার বিরুদ্ধে অভিযোগ একইরকম, মোটাদাগে বলা হয়েছে যে, তারা বাংলাদেশ সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন, বর্তমান সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র, নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের ষড়যন্ত্র, সরকারবিরোধী অশ্লীল ও অগণতান্ত্রিক প্রচারণা, শান্তিশৃংখলা ভঙ্গের কাজে লিপ্ত আছে। এর সঙ্গে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ প্রভৃতি বিশেষণ জুড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসের কথা বলা হলেও গ্রেফতারকৃত ১শ'জনের কারোর কাছ থেকেই পুলিশ এপর্যন্ত কোন অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি।

**পুলিশের প্রচারণা ঃ** পুলিশ অধিকাংশ এজাহারেই বলেছে গ্রেফতারকৃতদের গোপন মিটিংয়ে অংশগ্রহণের সময় গ্রেফতার করা হয়। অথবা তারা নাশকতামূলক ষড়যন্ত্রের সময় গ্রেফতার হয়। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার সময় পল্লবী ১০ নম্বর সেকশনের মোড়ে একটি

**গ্রেফতার ঃ** পৃঃ ২ কঃ ৮

## গ্রেফতার ঃ নগরীতে

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

দোকানে সেভ করার সময় পু
পল্লবী থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পা
হেলাল আহমেদকে 'ওসি সাহেব ডাকে
বলে থানায় ডেকে নেয়। থানায় যাও
পর তাকে লকআপে ঢুকিয়ে দেয়; f
পুলিশের এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে
১২টার দিকে ওই এলাকায় ৪/৫ জন ছ
গোপন বৈঠকের সময় পুলিশের উপস্থি
টের পেয়ে তারা দৌড়ে পালানোর
করে। এদের মধ্যে হেলালকে পু
গ্রেফতার করে। হেলালের বিরুদ্ধে
মামলা বা জিডি নেই।

**গ্রেফতারের কারণ কি? ঃ** একাধিক
জানিয়েছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কা
পুলিশ গণহারে নগরীর আ'লীগ-ছাত্রলী
নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করছে। প্র
পর্যায়ে থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নে
কর্মীদেরই টার্গেট করা হয়েছে।
জানায়, মিছিল, সমাবেশ বা হরতালে এ
লোকসমাবেশ ও পিকেটিং করে। ত
এদের জেলে পাঠাতে পারলে মাঠে অ
আ'লীগের লোক খুঁজে পাওয়া যাবে ন
তখন কেন্দ্রীয় নেতা-কর্মীরা ইচ্ছে করলে
বড় কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি দিতে পার
না। এছাড়া তৃণমূল পর্যায়ের এসব নেত
কর্মী কারাগারে থাকলে কেন্দ্রীয় নেতাদে
গ্রেফতার করলে মাঠে প্রতিবাদ করতে কে
থাকবে না।

**নগরীতে আতঙ্ক ঃ** নগরীর তৃণমূ
পর্যায়ের আ'লীগ-ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদে
মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। এদে
একাংশ ইতোমধ্যেই গ্রেফতার এড়াতে
ঢাকার বাইরে চলে গেছে। যারা ঢাকা
অবস্থান করছে তারা এলাকায় থাকছে না
রাতে নিজের বাড়ি বা বাসায় অবস্থা
করছে না। সবাই কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে
যোগাযোগ করে কি করবে তা জানতে
চাইছে।

**মামলা আসছে ঃ** এখন যেসব নেতা
কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদে
বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দেয়ার প্রস্তুতি
চলছে। সূত্র জানায়, পুরনো কোন ঘটনায়
নতুন করে মামলা দায়ের এবং আগে
মামলা হয়ে থাকলে আসামি হিসেবে নতুন
করে তাদের নাম দেয়া হতে পারে।

**কেন্দ্রীয়ভাবে রিট হতে পারে ঃ** গণহারে
আ'লীগের নেতা-কর্মীদের বিনা মামলায়
আটকের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করা হতে
পারে বলে আ'লীগ সূত্র আভাস দিয়েছে।
ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারি বলেন,
সবচেয়ে বেশি গ্রেফতার করা হচ্ছে
ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের। তিনি বলেন,
আমরা এ অবৈধ গ্রেফতারের বিরুদ্ধে
আইনের আশ্রয় নেব।